সত্তর বছরের আ.লীগ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে

দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে যে পরিবারটির সদস্যরা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে লালিত-পালিত হয়ে মুজিব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে আসছিলেন সেই পরিবারটির সদস্যরাই এখন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের কারনে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নজুড়ে এই পরিবারটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও তা ক্রমান্বয়ে ছেটে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। এরই মধ্যে এই পরিবারের সদস্য খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডলের কাছ থেকে সভাপতির পদটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দীর্ঘ বছর ধরে থাকা স্কুল কমিটির সভাপতির পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসব অভিযোগগুলো করছিলেন আব্দুল হালিম মন্ডল।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন আওয়ামী লীগের এই ত্যাগী নেতা। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি রদিদুল ইসলাম।

আব্দুল হালিম মন্ডল বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামীলীগের জন্মের সময়ে খাদিমপুর ইউনিয়নে প্রথম দলটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তার আপন ফুফাত ভাই কমলাপুরের নুরুদ্দিন মাস্টারকে। তিনি দীর্ঘ বছর সভাপতি হিসেবে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তারই ছোট ভাই সফিউদ্দিনকে। তিনিও দীর্ঘ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সবশেষে ৯৭ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল। তিনি ১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট করায় জেলা নেতৃত্বের রোষানলে পড়েন আব্দুল হালিম মন্ডল। এরপর তার কাছ থেকে একে একে দলীয় সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকলেও পদে পদে হচ্ছেন বাঁধাগ্রস্ত।

আব্দুল হালিম মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ থেকে বিএ পাশ

করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর তিনি আবারও কুষ্টিয়া ল‘কলেজে ভর্তি হন। কিন্ত পরিবারের আহ্বানে তাকে খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। তিনি দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরআগে তার বড় ভাইও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হালিম মন্ডল বলেন, তিনি দিনে দিনে পুরো ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘ বছর ধরে সার্বক্ষনিক জনগনের মাঝে থাকায় মানুষের ভালবাসায় নিজেকে করে তুলেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তিনি বলেন, তার এই জনপ্রিয়তাই রাজনীতিতে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন লোককে দিয়ে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি। খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি।

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে মাস ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

টেকনোলজি এম পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকব) প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে এক মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষেদেও চেয়ারম্যান

হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যলয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলনসহ দোয়া ও আলোচনা সভা শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আঃ রশিদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন তোয়া, আরিফ জাহাঙ্গীর রাজা, পৌর যুবদলের আহবায়ক ও পৌর কাউন্সিলার হযরত আলী, পৌর বিএনপি নেতা মজনু রহমান, পৌর কাউন্সিলার আপিল মাহমুদ, হাবিবুর রহমান হবি, সাবেক কাউন্সিলার হাসান ,রায়হান নবী, খালেক,আশরাফ আলী, আমান হোসেন, রফা, বিএনপি নেতা বদর উদ্দিন বাদল, আয়ুব হোসেন, হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম,

রফিউল ইসলাম, সেলিম হোসেন,রেজাউল, মতিয়ার, জাহাঙ্গীর, আতিয়ার রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, সালাম, মিজান, বাশার মেম্বার, ডাঃ মিজান, আলী হোসেন, টিপু মেম্বার, আমিনুল, জাফির মেম্বার, যুবদল নেতা আলতাফ, সাইফুল, সরোয়ার, রানা, সমসের, শিলন, মন্টু, আবুল,হাসানুজ্জামান, কাশেম,লাল, মিজান, ভুট্টু, সাইফুল, মিজান, শামীম, জিয়া, ইনামুল, বাবু, সুমন, মামুন, শাহিন,আরজ,নাজমুল ,জাহাঙ্গীর,কানন, জুলফিক্কার, মজিদ, সালাম মেম্বার, বকুল পৌর যুবদল নেতা, আনার হোসেন,

রাশেদিন, বাহার, রাজ্জাক, রবগুল, মোমিন, আরজ, সামাউল,মিঠু, আলফাজ, শুকুর, সাকের, হাকিম, শাজামাল, জাহাঙ্গীর, ইনাম, আরিফ, সান্টু, উপজেলা ছাত্রদল, মামুন পারভেজ, জ্যাকি, মাজেদ, রুবেল, তুহিন, শাহিন,রাসেল,পৌর ছাত্রদল নেতা , রাসেল, মুরাদ জন, আলামিন ,সম্রাট, নাজমুল, শাওন, সবুজ, তবিবুর, আফ্রিদি,কলেজ ছাত্রদল নেতা, রুমান, মুরাদ ছোট, ইমন, নাহিদ, হাসান, স্বাধীন প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ও ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন ।

দর্শনা কেরুর আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন

কেরু এন্ড কোম্পানীর জমিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো আবু সাইদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কতৃপক্ষ এ মৌসুমে ৯ হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গতকাল মঙলবার চিনি কল এলাকার ১০টি স্থানে মোট ৫২ একর জমিতে আখ রোপণের মধ্যে দিয়ে উদ্ধোধন করা হয়েছে ।

এ সময় জি এম(কৃষি) গিয়াস উদ্দীন, ডিজিএম (খামার) হুমায়ুন কবির, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মো তৈয়ব আলি সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ চিনিকলের বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছর চিনি করপোরেশন কেরু চিনিকল কতৃপক্ষকে ১০ হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিলেও ৮হাজার ৫শ ৩২ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছিল।

দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক পলাশ সাময়িক বরখাস্ত

চেক জালিয়াতির অপরাধে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ কে সাময়িক বরখাস্ত করেছে পৌর পরিষদ।

জানা গেছে, দর্শনা পৌর সভার চলতি বছরের বার্ষিক হিসাব করতে গিয়ে দেখা য়ায় হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সামাদের যোগসাজসে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সই জাল করে ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন।

বিষটি দর্শনা পৌর দৃষ্টিগোচরে আসে। ফলে হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করে পৌর কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর একটি তদন্ত দল গঠন করেন।

এ তদন্ত দলে রয়েছেন দর্শনা পৌর সচিব মনিরুজ্জামান সিকদার সরোয়ার হোসেন ও ইউনুস আলী। ঘটনাটি দর্শনা পৌর সচিবের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্তের সার্থে আমরা এখন কিছুই বলবো না। তদন্ত শেষে জানাতে পারবো। এ বিষয় দর্শনা পৌর মেয়র বলেন, বিষয়টি তদন্ত শেষে আমরা পরে জানাতে পারবো।

চুয়াডাঙ্গায় সুবিধা বঞ্চিত আনারুল’কে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ সুপার

ফেসবুকের একটি পোস্ট নজরে আসার পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার থানার গড়াইটুপি গ্রামের পক্ষাঘাতগ্রস্থ আনারুল ইসলামকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপারে এ হুইল চেয়ার তাকে প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

জানা গেছে, “চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ভাষা পরিষদ” নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানার গড়াইটুপি গ্রামের আনারুল পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছে। সেখানে তার জন্য একটি হুইল চেয়ারের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদেনর বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরে আসলে তিনি তাকে হুইল চেয়ার দেওয়ার কথা ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য, “মুজিবর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের যেকোন জরুরী পরিসেবা এবং সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তারই অংশ হিসেবে মানবিক পুলিশ সুপার খ্যাত মোঃ জাহিদুল ইসলাম একের পর এক গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছেন।

আলমডাঙ্গায় ফুর্তি করতে গিয়ে গ্যাঁড়াকলে চার বখাটে

একটি মেয়ে নিয়ে নির্জন মাঠের ভেতর ফুঁর্তি করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে চার যুবক। মেয়েটির সাথে চুক্তি করা হয়েছিল তাকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে তারা মেয়েটিকে দেয় ৭শ টাকা। আর শেষ পর্যন্ত এই প্রতারনার খবর পুলিশে গিয়ে গড়ায়। প্রতারক চার যুবককে জেলে যেতে হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার জামজামী গ্রামে।

পুলিশ জানায়, জামজামী গ্রামের হান্নানের ছেলে রুহুল, মোজাম্মেল মালিথার ছেলে শিপন, রবজেলের ছেলে মিরাজুল ও মতিয়ার রহমানের ছেলে

সোহেল এলাকার বখাটে। তারা ফুঁর্তি করতে কালিদাসপুর গ্রামের সফিউদ্দিনের মেয়ে নাসরিনের (ছদ্মনাম) সাথে তিন হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়।

এই চুক্তিতে চার বখাটে সোমবার রাতে নাসরিনকে জামজামীর নির্জন মাঠে নিয়ে যায়। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে চারজন নাসরিনকে টাকা দেয় ৭শ। এতে সে আপত্তি করলে মেয়েটিকে মাঠের ভেতর রেখেই তারা যার যার মত বাড়িতে চলে যায়। এবং যার যার মত সবাই তার তার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে।

মেয়েটি এরপর পায়ে হেটে মাঠের অন্ধকার ছেড়ে জামজামী বাজারে আলোর রাস্তায় এসে পৌছে। বাজারে তার সাথে দেখা হয় এক নৈশ প্রহরীর। গভীর রাতে বাজারের রাস্তায় মেয়েটিকে একা দেখে নৈশ প্রহরী জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর সে মেয়েটিকে জামজামী পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলিশ সব শুনে রাতেই বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা রুহুল, শিপন, মিরাজুল ও সোহেলকে একে একে তুলে নিয়ে আসে। ক্যাম্প মঙ্গলবার সকালে তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করে। চারজনের নামে মামলা দিয়ে মঙ্গলবারে তাকে জেল হাজতে পাঠাপনো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গার মাদক ব্যবসায়ী সেতু ফেন্সিডিলসহ আটক

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা বাজার থেকে মাদক ব্যবসায়ী সেতুকে ৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে বাজারের বিজয়ের কফি হাউজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

সেতু মোড়ভাঙ্গা গ্রামের বাচ্চ মিয়ার ছেলে। সে ফেন্সিডিল নিয়ে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। সংবাদ পেয়ে থানার এসআই সফিকুল ইসলাম, এসআই জামাল উদ্দিন ও এএসআই শাহাবুদ্দিন লস্কর সেতুর জন্য আগে থেকেই ওঁত পেতে থাকে। সে এলেই তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছে ৮ বোতল ফেন্সিডিলের একটি ব্যাগ পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, সেতু বাইরের এলাকা থেকে ফেন্সিডিলের চালান এনে এলাকায় বিক্রি করে আসছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে ৮ বোতল ফেন্সিডিল নিয়ে সে কারো কাছে দিতে ওই দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল। এ সময় তাকে আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সেতুর নামে মাদক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আলমডাঙ্গার পাইলট ও আল-ইকরা একাডেমীর সাফল্য

এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়ার পর ঢাকার নটরডেম ও সেন্ট জোসেফ কলেজে মেধা তালিকায় এইচএসসিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে আলমডাঙ্গার চার কৃতি শিক্ষার্থী। চলতি অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষায় এই চার শিক্ষার্থী একই সাথে ঢাকার নটরডেম, সেন্ট জোসেফ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।

নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া রোহান কলেজপাড়ার রাকিবুল ইসলাম তুহিনের ছেলে, নোবেল বাবুপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং রাইসুল মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হকের ছেলে। রাইসুল ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ঢাকার সেন্ট জোসেফ কলেজে। এই তিনজনই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর সাকিব আহমেদ আলমডাঙ্গার অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষার্থী। সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে নটরডেম কলেজে।

অপরদিকে, সারা বছর প্রচার প্রচারনায় থাকা ব্রাইট মডেল স্কুলের কোন শিক্ষার্থী বরাবরের মত এবারও কোন নামকরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। এ বিষয়ে শহরের চায়ের দোকানগুলোতে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে স্কুলের পড়াশোনার মান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। চলছে আলোচনা ও সমালোচনা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর ছাত্র সাকিব আহমেদ ক্লাস ফাইভ, এইট ও এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে এইটে উপজেলার সেরা ও এসএসসিতে জেলার সেরা

মেধা তালিকায় স্থান পায়। সাকিব এসএসসিতে আবার বোর্ডের ট্যালেন্টপুলেও বৃত্তি পেয়েছে।

পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহান, নোবেল ও রাইসুল তিনজনই ক্লাস ফাইভ ও এইটে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পায়। এসএসসিতেও রোহান ও নোবেল বোর্ডের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

সাকিব জানায়, সে আগামীতে দেশসেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। পড়তে চায় বুয়েটে।

রোহান ও নোবেল এই দুইজনও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তারাও বুয়েটে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছে। অপরদিকে, রাইসুল হতে চায় ডাক্তার।

দামুড়হুদায় ১৯ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আটকবর মোড়ে অভিযান চালিয়ে ১৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ কাবিদুল ইসলাম নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এস আই মোঃ পলাশ পারভেজ, এএসআই মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ জগন্নাথপুর আটকবর মোড় এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের মোঃ আঃ ওহাব এর ছেলে মোঃ কাবিদুল ইসলাম (২৫) কে জগন্নাথপুর আটকবর মোড় থেকে আটক করে পুলিশ। এ সময় আসামির কাছ থেকে ১৯ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেক বলেন আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করা হয়েছে এবং শনিবার আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।